রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১২, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩১৪-আইন/২০১৭।—বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০নং আইন) এর ধারা ৫২ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) বিধি ৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই বিধিমালার বিধানাবলি অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় —

(ক) "আইন" অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০নং আইন);

(খ) "উপকারভোগী" অর্থ রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি;

(গ) "কমিউনিটি টহল দল (Community Patrol Group)" অর্থ বিধি ১৯ এর অধীন গঠিত কমিউনিটি টহল দল;

(ঘ) "গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (Village Conservation Forum)" অর্থ বিধি ১৮ এর অধীন গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম;

(ঙ) "তহবিল" অর্থ বিধি ২৯ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(চ) "পিপলস্ ফোরাম (Peoples' Forum)" অর্থ বিধি ১৫ এর অধীন গঠিত পিপলস্ ফোরাম;

মূল্য : টাকা ২০.০০

(ছ) "বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনজ সম্পদ সংগ্রহ বা ব্যবহার করিয়া থাকেন;

(জ) "সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি;

(ঝ) "সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি;

(ঞ) "সংলগ্ন এলাকা" অর্থ রক্ষিত এলাকার সীমানা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এলাকা;

(ট) "সামাজিক বনায়ন বিধিমালা" অর্থ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **কতিপয় ক্ষেত্রে বিধিমালার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি।**—(১) কোনো সাফারী পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, চিড়িয়াখানা, ব্যক্তিমালিকানাধীন পার্ক এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনে, উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত রক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য করিতে পারিবে।

(৩) কোনো রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা কার্যকর করা বা অব্যাহত রাখিবার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে সরকার উক্ত এলাকাকে এই বিধিমালার প্রয়োগ হইতে, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) রক্ষিত এলাকা ও উহার সংলগ্ন এলাকার অংশীজনদের (Stakeholders) সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত রেঞ্জ ভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যাইবে।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সাধারণ কমিটি, এবং একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা যথাক্রমে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

(৩) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ব্যবস্থাপনা" অর্থে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। **সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(খ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(চ) সহকারী বন সংরক্ষক;

(ছ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা;

(জ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের বিট অফিসার এবং স্টেশন অফিসারগণ;

(ঝ) পুলিশ বাহিনীর ১ (এক) জন, এবং র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও কোস্টগার্ডের ১ (এক) জন করিয়া সদস্য, যদি থাকে;

(ঞ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত রক্ষিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে ১ (এক) জন হইবেন নারী সদস্য;

(ট) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত রক্ষিত এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) পিপলস্ ফোরাম কর্তৃক মনোনীত উহার ১০ (দশ) জন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে ৪ (চার) জন হইবেন নারী সদস্য, যদি থাকে;

(ড) কমিউনিটি টহল দল কর্তৃক মনোনীত উহার ৪ (চার) জন প্রতিনিধি, এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোন রেসপন্স টিম গঠিত হইলে উহার ১ (এক) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঢ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ণ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর, যদি থাকে, ১ (এক) জন প্রতিনিধি :

তবে শর্ত থাকে যে, সুন্দরবনে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল নিবন্ধিত মৎস্যজীবীগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি এবং গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ আহরণকারীগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) কোনো রক্ষিত এলাকা একাধিক উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত হইলে যে, উপজেলায় রক্ষিত এলাকার বেশী অংশ থাকিবে সেই উপজেলার বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (ঙ) তে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ সহ-ব্যবস্থাপা সাধারণ কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সচিবেরও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর।

৬। **সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির দায়িত্ব।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় তহবিলের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) রক্ষিত এলাকা এবং উহার সংলগ্ন এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(গ) বন সংরক্ষণে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) রক্ষিত এলাকা হইতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত অংশীদারগণের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হইলে উহা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন; এবং

(ছ) সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে নির্দেশনা প্রদান।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবে।

৭। **সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভা।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সদস্য-সচিব, সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে, কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিসে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভা আহ্বান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী সভা আহ্বানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৭) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির কোনো পদে শূন্যতা বা সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি গঠনে ত্রুটির কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ঙ) সহকারী বন সংরক্ষক;

(চ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের বিট অফিসারগণ বা স্টেশন অফিসারগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন;

(জ) পুলিশ বাহিনীর ১ (এক) জন, এবং র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও কোস্টগার্ডের ১ (এক) জন করিয়া সদস্য, যদি থাকে;

(ঝ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত রক্ষিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে ১ (এক) জন হইবেন নারী সদস্য;

(ঞ) পিপলস্ ফোরাম কর্তৃক মনোনীত উহার ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে ২ (দুই) জন হইবেন নারী সদস্য, যদি থাকে;

(ট) কমিউনিটি টহল দল কর্তৃক মনোনীত উহার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোন রেসপন্স টিম গঠিত হইলে উহার ১ (এক) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঠ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(ড) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর, যদি থাকে, ১ (এক) জন প্রতিনিধি :

তবে শর্ত থাকে যে, সুন্দরবনে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল নিবন্ধিত মৎস্যজীবীগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি এবং গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ আহরণকারীগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সচিবেরও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির ১ (এক) জন সভাপতি, ২ (দুই) জন সহ-সভাপতি, তন্মধ্যে ১ (এক) জন হইবেন নারী, এবং ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর দফা (ঝ) হইতে (ড) এ বর্ণিত সদস্যগণের মধ্য হইতে বিধি ৯ এর বিধান অনুযায়ী বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঞ) হইতে (ণ) তে বর্ণিত সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্য হইতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর দফা (ঝ) হইতে (ড) এ বর্ণিত সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং তাহারা, একাদিক্রমে, ২ (দুই) মেয়াদের অধিক মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৯। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করিবেন।

(২) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এমন সদস্যগণের মধ্যে হইতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে ১ (এক) জন প্রধান নির্বাচন পরিচালক এবং ২ (দুই) জন সহকারী নির্বাচন পরিচালক থাকিবেন।

(৩) বন অধিদপ্তর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দেশিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) কোনো প্রার্থী নির্বাচন আচরণ বিধি ভঙ্গ করিলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তাহার প্রার্থীতা বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করিবে এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে।

(৬) কোনো কারণে উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৭) দুই বা ততোধিক প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইলে লটারির মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(৮) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তি সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

১০। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ;

(খ) জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্যগণের হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন;

(ঘ) রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে স্থানীয় অংশীজনদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঙ) রক্ষিত এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) কমিউনিটি টহল দলের সহায়তায় রক্ষিত এলাকায় টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) কমিউনিটি টহল দলের উন্নয়ন এবং উহাকে সম্মানী প্রদানসহ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) রক্ষিত এলাকা ও উহার সংলগ্ন এলাকায় টেকসই উন্নয়নের নিমিত্ত এই বিধিমালায় বর্ণিত উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ;

(ঝ) বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বা স্থাপিত অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) বাফার জোন ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে বন সৃজন ও সৃজিত বনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তদারকি;

(ট) রক্ষিত এলাকা উহার সংলগ্ন এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন;

(ঠ) রক্ষিত এলাকা ও উহার সংলগ্ন এলাকায় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান;

(ড) জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অভিযোজনের বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা;

(ঢ) বন রক্ষার কাজে নিয়োজিত অথবা বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত আবেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিতে সহায়তা প্রদান;

(ণ) রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ত) পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এবং কমিউনিটি টহল দলের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(থ) অবৈধ দখল রোধে এবং অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান;

(দ) করিডোর চিহ্নিতকরণ এবং বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান;

(ধ) সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ;

(ন) রক্ষিত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ; এবং

(প) সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১১। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভা।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব, সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৭) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কোনো পদে শূন্যতা বা সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠনে ত্রুটির কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যালয়।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির একটি কার্যালয় থাকিবে।

(২) রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনাকে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

১৩। **সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি ও সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ বাতিল।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি ও সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মনোনীত কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) সহ-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হন;

(খ) Forest Act, 1927 (Act. No. XVI of 1927) এর অধীন বন অপরাধ সংঘটন করেন;

(গ) যথাযথ কারণ প্রদর্শন ও তথ্য প্রদান ব্যতীত একাদিক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিটির ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(ঘ) মৃত্যুবরণ করেন;

(ঙ) আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(চ) আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ছ) সভাপতির নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মনোনীত কোনো সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মনোনীত কোনো সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হইলে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটিতে তাহার সদস্যপদ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিতে তাহার নির্বাচিত পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ বা অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি বা কোষাধ্যক্ষের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক না হইলে বা তিনি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অপারগ হইলে বা কোনো কারণে তাহার দ্বারা কর্মকাণ্ড পরিচালনা অসম্ভব হইলে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার পর যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি বা কোষাধ্যক্ষকে অপসারণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সহ-সভাপতি বা, ক্ষেত্রমত, কোষাধ্যক্ষকে কারণ দর্শাইবার নোটিস প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিস প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জবাব বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ জবাব বা ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভাপতি উক্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৪) পদত্যাগকৃত বা অপসারিত সদস্যের স্থলে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটিতে বিধি ৫ এর বিধান অনুসরণপূর্বক নূতন সদস্য মনোনয়ন করিতে হইবে এবং নূতন মনোনীত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন মনোনীত সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের পর বিধি ৯ এর অধীন সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে।

১৫। **পিপলস্ ফোরাম গঠন, ইত্যাদি।**—(১) রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন প্রতিটি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্যগণের মধ্য হইতে উক্ত ফোরাম কর্তৃক নির্বাচিত ২ (দুই) জন করিয়া প্রতিনিধির সমন্বয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হইবে।

(২) পিপলস্ ফোরামের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(৩) পিপলস্ ফোরামের সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সম্পাদক, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ৮ (আট) জন সদস্য সমন্বয়ে উহার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত পিপলস্ ফোরামের সদস্যগণের সমন্বয়ে পিপলস্ ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) পিপলস্ ফোরাম এবং উহার কার্যনির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্য হইবেন নারী :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী সদস্য পাওয়া না গেলে পুরুষ সদস্য তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(৫) পিপলস্ ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কার্যনির্বাহী কমিটি বহাল থাকিবে।

(৬) পিপলস্ ফোরাম উহার সদস্যগণের নাম এবং ঠিকানা সংবলিত হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করিবে;

(৭) পিপলস্ ফোরামের কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম হইতে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

১৬। **পিপলস্ ফোরামের সভা।**—(১) পিপলস্ ফোরাম প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার এবং পিপলস্ ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতিমাসে ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

(২) পিপলস্ ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্পাদক সভা আহবান করিবেন।

(৩) সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ইহার প্রথম সভায় কমিটির নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কার্যসম্পাদনের জন্য কমিটির সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে ১ (এক) জন বিকল্প সভাপতি ও ১ (এক) জন সম্পাদক নির্ধারণ করিবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে পিপলস্ ফোরাম এবং উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির প্রথম সভা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক আহুত হইবে।

(৫) পিপলস্ ফোরাম এবং উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) পিপলস্ ফোরাম এবং উহার কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৭) পিপলস্ ফোরাম ও উহার কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদে শূন্যতা বা পিপলস্ ফোরাম গঠনে ত্রুটির কারণে পিপলস্ ফোরাম ও উহার কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৭। **পিপলস্ ফোরামের দায়িত্ব**।—(১) পিপলস্ ফোরামের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকা এবং উহার সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(খ) রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং উহার বাস্তবায়নে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

(গ) বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে রক্ষিত এলাকার আওতাধীন গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বন ও বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ মানিয়া চলিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগে বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান;

(চ) উপকারভোগী নির্বাচনসহ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(ছ) রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের অনাবাদী পতিত জমিতে পরিবেশবান্ধব কৃষি বনায়ন বা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(জ) কমিউনিটি টহল দল গঠন এবং পরিচালনায় সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(ঝ) বাফার ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে উপকারভোগী নির্বাচন ও বন সৃজন এবং সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী বন্টনসহ তদারকি ও তত্ত্বাবধানে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান; এবং

(ঞ) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান।

(২) পিপলস্ ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি ফোরামের কার্যাবলি সম্পাদন করিবে এবং পিপলস্ ফোরামের অন্যান্য সদস্যগণ উহাকে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৮। **গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম গঠন এবং উহার দায়িত্ব।**—(১) রক্ষিত এলাকার সীমানা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহে বসবাসকারী বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সকলের সমন্বয়ে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো গ্রাম আংশিকভাবে উল্লিখিত সীমানার মধ্যে পড়িলে সেই গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(খ) বনজ সম্পদ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন মানিয়া চলিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) কমিউনিটি টহল দল গঠন এবং পরিচালনায় সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(চ) বৃক্ষ নিধন, বনজ সম্পদ চুরি, বনভূমি জবরদখল ও অন্যান্য বন অপরাধ দমন এবং জলাভূমির অবক্ষয়রোধে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি এবং বন অধিদপ্তরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান;

(ছ) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) জলবায়ু পরিবর্তন ও এতদ্‌সংক্রান্ত করণীয় বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান।

১৯। **কমিউনিটি টহল দল গঠন ও উহার দায়িত্ব, ইত্যাদি।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সহিত পরামর্শক্রমে, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিউনিটি টহল দল গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিউনিটি টহল দলের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকায় বন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মচারীগণের সহিত যৌথ টহল প্রদান;

(খ) অবৈধভাবে দখলকৃত রক্ষিত এলাকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান; এবং

(গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৩) কমিউনিটি টহল দল সামগ্রিকভাবে বন অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(৪) কমিউনিটি টহল দল, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে, বিশেষ জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে অন্য কোনো রেসপন্স টিম, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, গঠন এবং উহার কর্মপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। **ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।**—(১) বন অধিদপ্তর, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি এবং রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বন অধিদপ্তর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবে, এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, উহা পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

২১। **কোর জোন, বাফার জোন, ল্যান্ডস্কেপ এবং করিডোর নির্ধারণ।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন অধিদপ্তর, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে, বন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে রক্ষিত এলাকা এবং উহার সংলগ্ন এলাকায় এক বা একাধিক কোর জোন, বাফার জোন, ল্যান্ডস্কেপ এবং করিডোর নির্ধারণ করিয়া এলাকার ম্যাপিং, জরিপ, মূল্যায়ন, সীমানা নির্ধারণ এবং মানচিত্র প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোর জোন, বাফার জোন, ল্যান্ডস্কেপ এবং করিডোর নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে রক্ষিত এলাকার সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) কোর জোন—

(ক) নির্ধারণের ক্ষেত্রে করিডোর, বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, বাফার জোন, বিশেষ বনজ দ্রব্য সুরক্ষা, অভয়ারণ্য, জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে; এবং

(খ) রক্ষার নিমিত্ত, বাফার জোনে, প্রয়োজনে, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা অনুযায়ী দ্রুত বর্ধনশীল দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা সামাজিক বনায়ন সৃজন করা যাইবে।

২২। **সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(খ) কমিউনিটি বন টহল দলের সদস্যগণের সম্মানী প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ঘ) উপকারভোগীগণকে উপযুক্ত মানের বীজ বা চারা উৎপাদন ও সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(চ) পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এবং কমিউনিটি টহল দলের সদস্যগণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

(ছ) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সহায়তায় উপকারভোগী নির্বাচন; এবং

(জ) এই বিধিমালার অধীন প্রশিক্ষণ ও নির্বাচনসহ সামগ্রিক বিষয়ের জন্য সমন্বিত বা বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল, ইত্যাদি প্রণয়ন।

২৩। **সামাজিক বনায়ন বিধিমালার অধীন উপকারভোগী নির্বাচন।**—রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সামাজিক বনায়ন বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্যগণ অগ্রাধিকার পাইবেন।

২৪। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত বা লীজ প্রদান।**—কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন না করিবার শর্তে রক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী সরকারি খাস (পতিত/প্রান্তিক) জমি মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, সবজি উৎপাদন বা অনুরূপ কাজের নিমিত্ত সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির অনুকূলে বন্দোবস্ত বা লীজ প্রদানের জন্য বন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসনের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

২৫। **রক্ষিত এলাকায় আয়ের উৎস।**—(১) রক্ষিত এলাকায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সেবা প্রদান বা, ক্ষেত্রমত, কোনো কিছু বিক্রয়ের মাধ্যমে ফি বা অর্থ আয় করা যাইবে, যথা :—

(ক) প্রকৃতি পর্যটন ও সেবা;

(খ) গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য (সিলভিকালচার অপারেশন, যেমন : ডাল-পালা কাটা বা পাতলাকরণ, মৎস্য আহরণ, ইত্যাদি); এবং

(গ) সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণসহ গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য (যেমন: মৎস্য, মধু, ইত্যাদি);

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, বন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে, বিগত বৎসরসমূহে প্রাপ্ত সকল সেবা বাবদ ও অন্যান্য খাত হইতে অর্জিত আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ হইতে রাজস্ব আহরণের উৎস চিহ্নিত এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিবে।

২৬। **আয়ের অর্থ জমাদান পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—রক্ষিত এলাকা হইতে বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ হইতে অর্জিত অর্থ বা ফি জমার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) সংগৃহীত অর্থ বা ফি সরকারি রশিদ প্রদানের মাধ্যমে রেঞ্জ কর্মকর্তা গ্রহণ করিবেন এবং সকল অর্থ চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকে নির্দিষ্ট কোডে জমা প্রদান করিবেন;

(খ) প্রতি মাসের গৃহীত অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি রেঞ্জ কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা আয় সংক্রান্ত রেকর্ড বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন;

(গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রতি মাসে প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন; এবং

(ঘ) রেঞ্জ কর্মকর্তা সংগৃহীত অর্থের মাস ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া উহা সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি উহা সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবে।

২৭। **আয় বন্টন ও জমা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির অনুকূলে আয় বন্টন পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিধি ২৫ এ বর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ এই বিধিমালার তফসিল অনুসারে বন অধিদপ্তর এবং সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মধ্যে বন্টিত হইবে।

(২) বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং ফি সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

(৩) বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আয় বাবদ জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্থ বিভাগ পরবর্তী বৎসরের রাজস্ব বাজেটে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দকৃত অর্থ সংশোধিত বাজেটে প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বাজেট বরাদ্দ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নির্ধারিত কোডে প্রধান বন সংরক্ষকের অনুকূলে ছাড় করিবে।

(৫) প্রধান বন সংরক্ষক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ যথাসম্ভব রক্ষিত এলাকা হইতে সংগৃহীত রাজস্বের আনুপাতিক হারে প্রত্যেকটি সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত খাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিবেন, যথা :—

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল ও টেকসই করিবার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(খ) কমিউনিটি টহল দলকে সম্মানী প্রদান;

(গ) সহ-ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কমিটি, ফোরাম ও দল এবং রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি; এবং

(ঙ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা অনগ্রসর রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনের নিরীখে প্রধান বন সংরক্ষক বরাদ্দ প্রদান করিবেন।

(৬) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির ব্যাংক হিসাবে জমা হইবে এবং উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৭) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বার্ষিক সরকারি নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে।

(৮) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২ এপ্রিল ২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় রক্ষিত এলাকা হইতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসাব প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা রহিত হইবে।

২৮। **সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বন অধিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ।**—(১) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি মাস ভিত্তিক খরচের হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি রেঞ্জ কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করত উহা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(২) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী প্রতি মাসে প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

২৯। **তহবিল গঠন, উহা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার।**—(১) রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং উহার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে জরুরি ব্যয় নির্বাহের জন্য বন অধিদপ্তরে একটি তহবিল গঠন করা যাইবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং বিদেশি সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোনো ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিল প্রধান বন সংরক্ষক এবং বন সংরক্ষক (অর্থ ও প্রশাসন) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ব্যয় করিতে হইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ বার্ষিক সরকারি নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে।

৩০। **বিরোধ মীমাংসা**।—(১) উপকারভোগী, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম, কমিউনিটি টহল দল এবং পিপলস্ ফোরাম বা উহাদের সদস্যগণের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি উহা মীমাংসা করিবে।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির নিকট আপিল করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ বা সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সহিত উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত উপকারভোগী, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম, কমিউনিটি টহল দল এবং পিপলস্ ফোরামের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য দেখা দিলে উহা সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য নিরসনে ব্যর্থ হইলে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট লিখিত আকারে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, যত দ্রুত সম্ভব, দ্বন্দ্ব নিরসনে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষকের নিকট আপিল করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩১। **অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান**।—(১) এই বিধিমালার অধীন সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ কমিটি, সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম ও কমিউনিটি টহল দল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম ও কমিউনিটি টহল দল বহাল থাকিবে এবং এই বিধিমালার অধীন সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন এবং, ক্ষেত্রমত, কার্য সম্পাদন করিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রচার উপকরণ, গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি, ইত্যাদির আওতায় প্রণীত নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রচার উপকরণ, গাইডলাইন, ইত্যাদি অনুসরণ বা ব্যবহার করা যাইবে।

তফসিল

[বিধি ২৭(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	পক্ষগণের নাম	প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে পক্ষগণের অংশের পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	রক্ষিত এলাকার প্রকৃতি পর্যটন ও সেবাসমূহ	বন অধিদপ্তর	৫০%
		সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি	৫০%
২।	গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য (সিলভিকালচার অপারেশন, যেমন: ডাল-পালা কাটা বা পাতলাকরণ, মৎস্য আহরণ, ইত্যাদি)	বন অধিদপ্তর	-
		সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি	১০০%
৩।	সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণসহ গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য (যেমন: মৎস্য, মধু, ইত্যাদি)	বন অধিদপ্তর	৫০%
		সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি	৫০%

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইসতিয়াক আহমদ
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd